প্রথম পরিচ্ছেদ ▶ অপসংগতি

ব্যক্তির প্রাথমিক চাহিদাগুলি (Primary Needs) পরিতৃপ্ত না হলে তার মানসিক সাম্যতা বিঘ্নিত হয়। এর ফলে তার মধ্যে এক ধরনের মানসিক চাপ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই ধরনের অবস্থাকে বলে অপসংগতি (Maladjustment)। সুতরাং, **চাহিদার অতৃপ্তির দরুন পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজনে ব্যর্থ হলে ব্যক্তির মনে উদ্ভূত দ্বন্দ্ব ও চাপের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে বলে অপসংগতি**। বস্তুতপক্ষে, অপসংগতি হল এমন এক অতৃপ্তিকর মানসিক অবস্থা যার ফলশ্রুতিতে ব্যক্তি অস্বাভাবিক আচরণ সম্পাদন করে। এমতাবস্থায় ব্যক্তি পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয় না। তাই বলা যেতে পারে যে, পরিবেশের সাথে সংগতি স্থাপনের অক্ষমতাকে বলে অপসংগতি। এই প্রসঙ্গে *ক্রো* ও *ক্রো* বলেছেন যে, অপসংগতি হল অতৃপ্ত চাহিদা থেকে উদ্ভূত এমন এক আচরণ যার ফলে ব্যক্তি পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে অসমর্থ হয়। অন্যদিকে *উইলসন* ও *মিলার* (Willson and Miller)-এর মতে, অপসংগতি হল অতৃপ্ত চাহিদা থেকে উদ্ভূত এমন ধরনের আচরণ যা ব্যক্তিকে অসামাজিক কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। তবে অপসংগতির উৎস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ব্যক্তির মধ্যে (১) চাহিদা সৃষ্টি হলে উক্ত চাহিদা থেকে নিবৃত্তি পাওয়ার জন্য সে (২) বহুমুখী প্রচেষ্টা চালায়; কিন্তু এর সামনে (৩) বাধা থাকায় চাহিদা পূরণ করতে সে (৪) অসমর্থ হয়; ফলে মানসিক অতৃপ্তির জন্য সৃষ্ট (৫) দ্বন্দ্বমূলক অবস্থা হল (৬) অপসংগতি। নিম্নে মডেলটি উপস্থাপন করা হল—

ধারণা

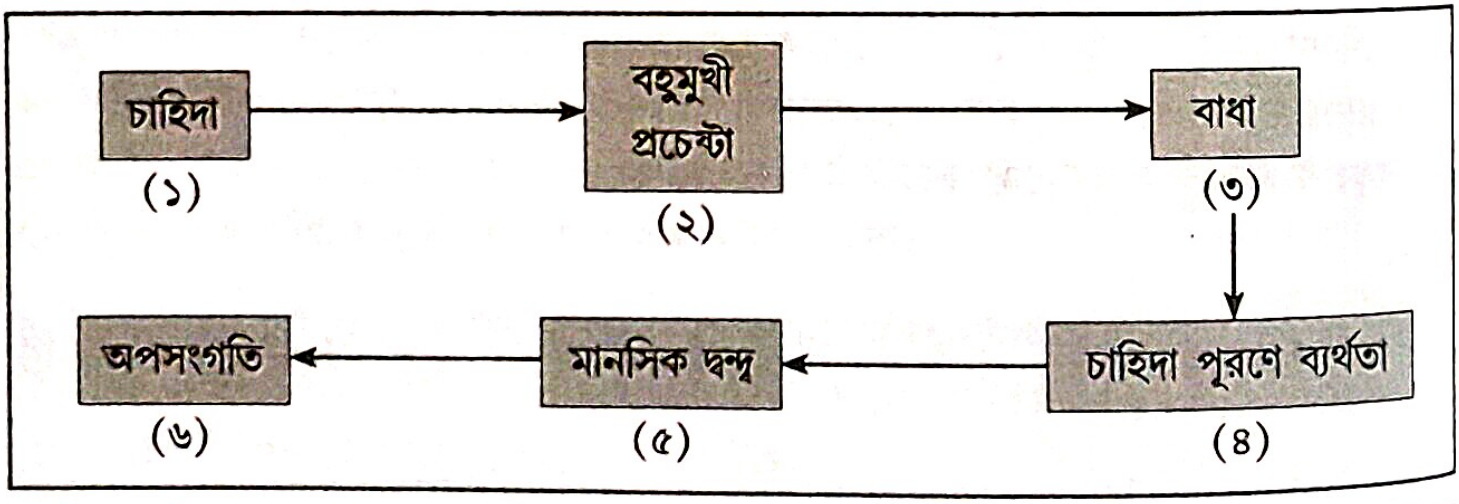

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ▶ অপসংগতিমূলক আচরণ

শিক্ষার্থী যখন কিছু প্রত্যাশা করে, তখন সেই প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য সে নানারকম প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হলে তার মধ্যে যে দ্বন্দ্বমূলক অবস্থার সৃষ্টি হয় তার থেকে জন্ম নেয় অপসংগতির। আর অপসংগতির জন্য তারা যে ধরনের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে তাকে বলে *অপসংগতিমূলক আচরণ*। এইরূপ আচরণগুলি হল—পলায়ন প্রবণতা, বদমেজাজ, নেতিমূলক মনোভাব, আক্রমণাত্মক আচরণ, মিথ্যাকথন, অপহরণ, ঝগড়া ও মারামারি ইত্যাদি। পরবর্তী পৃষ্ঠায় বিষয়গুলিকে সংক্ষেপে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা হল।

সূচনা

(১) পলায়ন প্রবণতা ঃ বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী আছে যারা শিক্ষককে না জানিয়ে বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যায় বা পিতা-মাতাকে না বলে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এই ধরনের মনোভাবকে বলে পলায়ন প্রবণতা। প্রকৃতপক্ষে পলায়ন প্রবণতা হল এক ধরনের অপসংগতিপূর্ণ আচরণ।

(২) বদমেজাজ ঃ শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সমস্ত সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে সেগুলির তাড়নায় তার চাহিদাগুলি জাগ্রত হয় এবং এমনকী এদের দ্বারা সে পরিচালিত হয়। এই চাহিদাগুলি প্রকৃতিগত ও পরিমাণগত দিক থেকে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমতাবস্থায় পরিবারের পক্ষে সেই সব চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। প্রাথমিক অবস্থায় তারা দাবি আদায়ের জন্য মেজাজ দেখাতে শুরু করে। পরিবার সেই সময় তার উপর শাস্তি প্রদান করার চেষ্টা করে। শাস্তির ফলে তারা আরো উগ্র হয়ে ওঠে। এই ধরনের আচরণই পরবর্তীকালে বদমেজাজে রূপান্তরিত হয়।

(৩) নেতিমূলক মনোভাব ঃ শিক্ষার্থীর আদেশ অমান্য বা বিরুদ্ধাচারণ করার আচরণকে বলা হয় নেতিমূলক মনোভাব। এক্ষেত্রে সে পিতা-মাতা বা শিক্ষক কারোরই নির্দেশ গ্রাহ্য করে না। এমনকী কোনো চাপের কাছেও সে নতিস্বীকার করে না। এই ধরনের প্রবণতার ফলে শিশুর মধ্যে গড়ে ওঠে নেতিমূলক মনোভাব। অর্থাৎ—না করবো না, না খাবো না, না যাবো না ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তার আচরণ ধারা প্রকাশ পায়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী পা বেঁকিয়ে বা শরীর বেঁকিয়ে তার আপত্তি জানায়। বস্তুতপক্ষে, সে যখন কোনো আদেশ বা নির্দেশের বিপক্ষে সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ বা প্রত্যাখ্যান করে কিংবা বিপরীতমুখী আচরণ প্রদর্শন করে তখনই সেটিকে নেতিমূলক মনোভাব হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

(৪) আক্রমণাত্মক আচরণ ঃ শিক্ষার্থীর একটি স্বাভাবিক চাহিদা হল আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা। এই চাহিদার তাড়নায় সে সকলের উপর জোর করে আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করে। আর এক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হলে তার মধ্যে যে ধরনের আচরণটি প্রকাশ পায়, তাই হল আক্রমণাত্মক আচরণ। এই প্রকৃতির আচরণের বশবর্তী হয়ে সে আক্রমণধর্মী হয়ে ওঠে এবং নানা রকমের আচরণ সম্পন্ন করে থাকে। এই প্রকারের আচরণের লক্ষণগুলি হল—অল্পতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা, চিৎকার করা, জিনিসপত্র ভেঙে ফেলা, কথা কাটাকাটি করা, মারামারি করা, চড়া মেজাজে কথা বলা, গালাগাল দেওয়া, বয়স্কদের কটূক্তি করা ইত্যাদি। এই ধরনের আচরণ সম্পন্ন করার মূল উদ্দেশ্য হল অপরের ক্ষতি করা।

(৫) মিথ্যাকথন ঃ শিক্ষার্থী শাস্তির ভয়ে বা হীনম্মন্যতাকে ঢাকার জন্য কিংবা বাহাদুরি নেওয়ার আশায় যে জাতীয় আচরণের আশ্রয় গ্রহণ করে তাকে বলে মিথ্যাকথন। সাধারণ কোনো চাহিদা বা আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিকভাবে পূরণ করতে ব্যর্থ হলে সে এক্ষেত্রে এই ধরনের আচরণ সম্পন্ন করে থাকে। এটি হল প্রকৃতপক্ষে ভয়, অপরাধবোধ, নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার একটি কৌশল। অন্যদিকে মনোবিদ *হার্লক* মনে করেন যে, মিথ্যাকথন হল কল্পনাপ্রবণ মনের অভিব্যক্তি।

(৬) অপহরণ ঃ শিক্ষার্থী যা চায় তা না পেলে তার মধ্যে এক ধরনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। এই ধরনের অপ্রাপ্তির ফলে কাউকে না জানিয়ে যে আচরণ সে সম্পন্ন করে থাকে তাকে বলা হয় অপহরণ। এটি এক ধরনের সমস্যামূলক আচরণ। এই প্রকারের আচরণ তাকে বই, খাতা, পেন্সিল, টাকা, টিফিন ইত্যাদি চুরিতে অভ্যস্ত করে তোলে।

(৭) ঝগড়া ও মারামারি ঃ দৈহিক নিরাপত্তা ও প্রত্যাখ্যানজনিত ক্ষোভের ফলে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে শিক্ষার্থী তার ভাই-বোন, সঙ্গী-সাথী এবং সহপাঠীদের সাথে যে ধরনের আচরণ সম্পন্ন করে সেটিই ঝাগড়া ও মারামারি হিসাবে আখ্যায়িত হয়। এই ধরনের আচরণের ফলে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা ও পরিবারের সুখ-শান্তি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই ধরনের আচরণ হল আক্রমণধর্মীতার একটি রূপ।

অপসংগতিমূলক আচরণের ক্ষেত্রে যে সকল দিকগুলি উল্লেখ করা হল সেগুলি ছাড়াও আরো অন্যান্য

দিক লক্ষ করা যায়। যেমন—অতি-নির্ভরশীলতা, আধিপত্যমূলক আচরণ, বৃথা কথন, দিবাস্বপ্ন-প্রিয়তা, খিটখিটেমি, পীড়াচাতুরী ইত্যাদি। এই ধরনের আচরণের মূল কারণ হল পরিবেশের সঙ্গে সংগতি বিধানের অক্ষমতা। আর সেজন্যই শিক্ষার্থী এই সকল প্রকৃতির অবাঞ্ছিত ও অস্বাভাবিক আচরণ সম্পন্ন করে থাকে। ফলশ্রুতি হিসাবে সে গৃহে কিংবা বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। বিশেষভাবে সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব নিয়ে সমস্যার সমাধানে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

উপসংহার

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ▶ অপসংগতির কারণ

ভূমিকা

অপসংগতির জন্য শিক্ষার্থীরা ব্যতিক্রমী আচরণ সম্পন্ন করে থাকে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই ধরনের আচরণ নির্ণয় করতে হলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাদের নিষ্পন্নমূলক আচরণগুলি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অপসংগতির প্রাথমিক লক্ষণ হিসাবে কথা বলার সময় তোতলামি, পড়া বলার সময় মাথা চুলকানো, লেখার সময় নখ কামড়ানো, যখন-তখন মুখ বেঁকিয়ে কথা বলা ইত্যাদি আচরণগুলি তাঁদেরকে লক্ষ করতে হবে। আবার আরো কিছু লক্ষণ আছে, যেমন—মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা, নেতিমূলক মনোভাব, বদমেজাজ, পলায়ন প্রবণতা, আক্রমণাত্মক ভাব, ঝগড়া করা, মারামারি করা ইত্যাদি আচরণগুলিও মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করতে হবে। উক্ত দিকগুলি হল অপসংগতির নির্দেশক। সাধারণত বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা যে সব ধরনের অপসংগতিমূলক আচরণ সম্পন্ন করে থাকে তার পশ্চাতে বহু কারণ রয়েছে। তবে শিক্ষাবিদ ও মনোবিদগণ এর কারণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কয়েকটি উৎসের (Source) কথা উল্লেখ করেছেন। উৎসের নিরিখে কারণগুলিকে সাধারণত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যথা—(ক) ব্যক্তিগত কারণ, (খ) সামাজিক কারণ এবং (গ) শিক্ষা-সংক্রান্ত কারণ। নিম্নে এগুলির বিষয়ে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা হল।

(ক) ব্যক্তিগত কারণ ঃ শিক্ষার্থীর নিজস্ব কিছু ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যর জন্য তারা অপসংগতিমূলক আচরণ সম্পন্ন করে থাকে। এগুলি হল—দৈহিক বৈশিষ্ট্য, অসুস্থতা, ক্ষমতার অভাব, মানসিক দুর্বলতা ইত্যাদি। নিম্নে এগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

(১) দৈহিক বৈশিষ্ট্য ঃ শিক্ষার্থীর দৈহিক বৈশিষ্ট্য, যেমন—সুশ্রীতার অভাব, পঙ্গুত্ব, তোতলামি, পাতলা গড়ন ইত্যাদি অপসংগতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ দৈহিক ত্রুটি থাকার জন্য সে হীনম্মন্যতায় ভোগে এবং মনে করে যে সবাই তাকে করুণার চোখে দেখে। এর ফলে এইরূপ পরিস্থিতিতে নিজেকে সমাজের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে প্রতিপন্ন করার জন্য সে নানাবিধ অপসংগতিমূলক আচরণে জড়িয়ে পড়ে।

(২) দৈহিক অসুস্থতা ঃ দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকার ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে অপসংগতিমূলক আচরণের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। এমতাবস্থায় তার পারদর্শিতার মান কমে যায়। তখন সে নির্দিষ্ট দল ছেড়ে দিয়ে কর্মপারদর্শিতা-সম্পন্ন অন্য দলের সঙ্গে মেলামেশা করে। উক্ত দলের সংস্পর্শে এসে সে নানা ধরনের অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়—যা অপসংগতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

(৩) ক্ষমতার অভাব ঃ এমন সব শিক্ষার্থী আছে যারা জীবনের লক্ষ্যকে অত্যন্ত উন্নত স্তরে বেঁধে রাখে। কিন্তু তাদের দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা সেই স্তরে পৌঁছাতে ততটা সক্ষম নয়। এমতাবস্থায় তারা জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হলে তাকে আড়াল করার জন্য নানা ধরনের অলীক কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করে। এই ধরনের আচরণই তাদেরকে অপসংগতিমূলক কাজকর্মে লিপ্ত হতে বাধ্য করে বা তারা বাধ্য হয়।

(৪) মানসিক দুর্বলতা ঃ শিক্ষার্থীরা তাদের মানসিক দুর্বলতার জন্য অনেক সময় অপসংগতিমূলক আচরণের শিকার হয়। কারণ মানসিকভাবে দুর্বল হওয়ার জন্য তারা কোনো প্রাক্ষোভিক আঘাত সহ্য করতে পারে না। এই ধরনের প্রাক্ষোভিক আঘাত তাদের মানসিক সংগঠনকে আলোড়িত করার জন্য মনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা যে সমস্ত আচরণ সম্পন্ন করে সেগুলি মূলত অপসংগতিমূলক আচরণেরই নামান্তর।

(খ) সামাজিক কারণ ঃ ব্যক্তিগত কারণের মতো সামাজিক কারণেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপসংগতিমূলক আচরণ দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে সমাজ বা পরিবারের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিই হল অপসংগতির মূল উৎস। নিম্নে পরিবার এবং সমাজের দিক থেকে সৃষ্ট অপসংগতির কারণগুলি আলোচনা করা হল।

(১) ধর্মীয় বিশ্বাস ঃ শিক্ষার্থীরা গৃহ-পরিবেশে বসবাস করতে করতে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় অনুশাসন ও আচার-আচরণের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ধর্মীয় সংস্কারগুলি নিয়ে তাদের মনে নানা প্রকারের জিজ্ঞাসা ও কৌতূহলের উদয় হতে থাকে। আবার অন্যদিকে ধর্মীয় অনুশাসনগুলি অনুসরণ করতে গিয়ে কালক্রমে সেগুলি তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে প্রতিকূল দুই অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে অপারগ হওয়ার জন্য তাদের মনে এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এইরূপ দ্বন্দ্বই হল অপসংগতির মূল কারণ।

(২) স্তরবিন্যাস ঃ আর্থিক বা কর্মভিত্তিক স্তর বিন্যাসের জন্য সমাজে যে অসম বন্টন ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে তা দর্শন করার ফলে শিক্ষার্থীদের মনে নানা প্রশ্নের উদ্রেক ঘটে। উক্ত সব প্রশ্নের সদুত্তর না পাওয়ার ফলে সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সংগতিবিধান করা তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ে। আর তার ফলশ্রুতিতে তারা বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

(৩) লিঙ্গ প্রভেদ ঃ সমাজে মেয়ে-সন্তানের চেয়ে পুরুষ-সন্তানের প্রতি বেশি পক্ষপাতিত্ব থাকার জন্য কিংবা মেয়ে-সন্তানকে অবহেলার চোখে দেখার জন্য ছাত্রীদের মনের মধ্যে এক ধরনের বিক্ষোভ বা প্রতিবাদী মনোভাব সৃষ্টি হয়। এই প্রকারের বিক্ষোভ বা প্রতিবাদী মনোভাবকে সমাজের অনুশাসনের ফলে বা চাপে তারা স্বাভাবিকভাবে বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে না। তখন সেগুলি যে ধরনের বাহ্যিক আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায় তা হল অপসংগতিমূলক আচরণেরই নামান্তর।

(৪) সুস্থ অবসর যাপনের সুযোগের অভাব ঃ সমাজে সুস্থ অবসর সময় যাপনের সুযোগ-সুবিধা না থাকার ফলে শিক্ষার্থীরা অল্পবয়স থেকে নানাবিধ অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। পরিবার বা সমাজ তাদের প্রতি মনোযোগ না দেওয়ার জন্য তারা আরো বেশি পরিমাণে উক্ত ধরনের কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে তা অপসংগতিমূলক আচরণে রূপান্তরিত হয়।

(৫) আর্থিক নিরাপত্তার অভাব ঃ আর্থিক নিরাপত্তার অভাব অপসংগতির একটি মূল কারণ। শিক্ষার্থীরা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের ভবিষ্যৎ জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন হয়ে পড়ে। কিন্তু সমাজে কর্মসংস্থানের অভাব তাদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা সৃষ্টি করে। এই হতাশা থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য তারা নানা ধরনের অপকর্মে লিপ্ত হয়। এগুলিই কালক্রমে অপসংগতিমূলক আচরণে রূপ নেয়।

(৬) দারিদ্র্য ঃ অনেক সময় পিতা-মাতার আর্থিক অসংগতি বা দারিদ্র্য তাদের ছেলেমেয়েদেরকে অপসংগতিমূলক আচরণ সম্পন্ন করতে বাধ্য করে। উক্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে সব চাহিদার উদ্রেক ঘটে সেগুলি পরিবারের আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুন তৃপ্ত হতে পারে না। তখন তারা হয় মিথ্যা কথা বলে কিংবা অপরের জিনিস চুরি করে। আর উক্ত আচরণগুলিই হল অপসংগতিমূলক আচরণ।

(৭) বয়স্কদের দৃষ্টিভঙ্গি ঃ বয়স্কদের দৃষ্টিভঙ্গিও অনেক সময় অপসংগতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরিবারের বয়স্করা অনেকে ছেলেমেয়েদের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করে, আবার অনেকে কোনো গুরুত্বই দিতে চান না। গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে ছেলেমেয়েরা নিরাপত্তার অভাব অনুভব করে, আর অধিক গুরুত্ব বা প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে ছেলেমেয়েরা মাত্রাতিরিক্ত চাহিদার দাবিদার হয় কিংবা অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যে দেখা দেয় আক্রমণ-প্রবণতা বা স্বার্থপরতার মনোভাব। আর এইগুলিই সংগতি বিধানের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

(৮) পিতা-মাতার খারাপ সম্পর্ক ঃ পিতা ও মাতার মধ্যে খারাপ সম্পর্ক শিক্ষার্থীদেরকে অপসংগতিমূলক আচরণ সম্পন্ন করতে সহায়তা করে। পিতা ও মাতার মধ্যে সুসম্পর্ক না থাকার দরুন তারা তাদের নিরাপত্তা ও স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের চাহিদাগুলিও ঠিকমতো পরিতৃপ্ত হওয়ার সুযোগ থাকে না। ফলে তারা অবাঞ্ছিত আচরণ সম্পন্ন করতে বাধ্য হয় এবং ফলশ্রুতিতে অপসংগতিমূলক আচরণে লিপ্ত হয়।

(গ) শিক্ষা-সংক্রান্ত কারণ ঃ ব্যক্তিগত ও সামাজিক কারণ ছাড়াও শিক্ষাগত কারণের জন্যও শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপসংগতিমূলক আচরণ দেখা দিতে পারে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, শিক্ষাক্ষেত্রের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থার জন্যই তাদের মধ্যে অপসংগতি ঘটে। এর সঙ্গে যুক্ত কারণগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(১) অবাস্তব পাঠক্রম ঃ অবাস্তব ও অমনোবৈজ্ঞানিক পাঠক্রম শিক্ষার্থীদের অপসংগতিমূলক আচরণের মূল উৎস হয়ে দাঁড়ায়। উক্ত পাঠক্রম যদি তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা পরিপূরণ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা বিভিন্ন ধরনের আচরণ সম্পন্ন করার মাধ্যমে উদ্ভূত চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটাতে চায়। উক্ত আচরণগুলি সমাজ-অনুমোদিত না হওয়ার জন্য পরবর্তীকালে সেগুলি অপসংগতিমূলক আচরণে রূপ নেয়।

(২) শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ ঃ শ্রেণিকক্ষের কদাকার ও কুশ্রী পরিবেশ শিক্ষার্থীদেরকে অপসংগতিমূলক আচরণ সম্পন্ন করতে অনুপ্রাণিত করে। ঘরে বসার জায়গা, ব্ল্যাকবোর্ডের অবস্থান, ঘরের স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ ও স্বল্প আলো ইত্যাদি তাদের মনঃসংযোগে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ফলশ্রুতিতে তারা অমনোযোগী হয়ে পড়ে এবং তার দরুন তারা ক্রমশ পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়তে থাকে। পাঠের প্রতি উৎসাহহীনতার জন্য শ্রেণিকক্ষে তারা বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মে লিপ্ত হয়। আর এগুলিই পরবর্তীকালে অপসংগতিমূলক আচরণের আকার নেয়।

(৩) শিক্ষকের শাসন ঃ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের পরিবর্তে অনেকক্ষেত্রে কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করেন। এতে শিক্ষার্থীরা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকে। পাঠগ্রহণের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা অংশগ্রহণ করতে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে না। শ্রেণিকক্ষের এইরূপ পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তখন তারা নানা ধরনের আচরণ সম্পন্ন করে। উক্ত আচরণসমূহই অপসংগতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

(৪) সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর অভাব ঃ সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী বিদ্যালয়গুলিতে পাঠক্রমিক কাজের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। এই সমস্ত কাজ শিক্ষার্থীদের মনকে প্রফুল্ল রাখতে সহায়তা করে। এছাড়া সহ-পাঠক্রমিক কাজগুলি পড়ার ফাঁকে তাদেরকে মানসিক শক্তি যোগায়। কিন্তু বিদ্যালয়গুলিতে উক্ত কাজগুলির সব সময় সুবিধা না থাকায় তাদের মানসিক প্রবণতাগুলি প্রকাশ করার সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হয়। তখনই তারা অন্য কাজে লিপ্ত হয় কিংবা তাদের মনঃসংযোগকে অন্যদিকে নিবদ্ধ করে। এইরূপ পরিস্থিতিতে তারা যে সব কাজকর্মে লিপ্ত হয় সেগুলিই অপসংগতিমূলক আচরণ সৃষ্টির কারণ হয়ে পড়ে।

(৫) পরীক্ষা ব্যবস্থা ঃ বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থায় বিষয়ের বোধগম্যতার চেয়ে মুখস্থের উপর বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার সময় বিভিন্ন ধরনের অসৎ উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই ধরনের অবাঞ্ছিত আচরণ পরবর্তীকালে অপসংগতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ পরীক্ষা ব্যবস্থা পরোক্ষভাবে অপসংগতিমূলক আচরণকে প্রশ্রয় দেয়।

উপরোক্ত আলোচনায় অপসংগতির কারণ হিসাবে যে সকল দিক আলোচিত হল, তার মধ্যেই সমস্ত ক্ষেত্রগুলি নিহিত নয়। এছাড়া আরো অনেক কারণ রয়েছে। পরিবেশ ও পরিস্থিতি যতো জটিল আকার ধারণ করবে, অপসংগতিমূলক আচরণের প্রকৃতি ও সংখ্যা ততো বৃদ্ধি পাবে। তবে যে সমস্ত কারণগুলি পূর্বে উল্লেখ করা হল—সেগুলি হল সাধারণধর্মী। কম-বেশি পরিমাণে সকল শিক্ষার্থীর মধ্যেই সেগুলি পরিলক্ষিত হয়। এইসব দিকগুলি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে। নিম্নে ছকের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের কারণগুলি উল্লেখ করা হল—

উপসংহার